ŚODHANIDHI

(शोधनिधि)

(Peer-Reviewed Annual Research Journal of the Department of Sanskrit, University of Gour Banga)

Volume IV

Chief Editor
Chandan Bhattacharyya
Assistant Editor
Mrinal Chandra Das

University of Gour Banga
Mokdumpur, Malda
West Bengal

ŚODHANIDHI

(शोधनिधि)

(Peer-Reviewed Annual Research Journal of the Department of Sanskrit, University of Gour Banga)

Volume IV, 2019-20

Chief Editor

Chandan Bhattacharyya

Assistant Editor

Mrinal Chandra Das

Department of Sanskrit

University of Gour Banga

Mokdumpur, Malda

West Bengal

ŚODHANIDHI
(शोधनिधि)

(Peer-Reviewed Annual Research Journal of the Department of Sanskrit, University of Gour Banga)

© University of Gour Banga
Malda, West Bengal

Published by :
The Registrar
University of Gour Banga
Malda, West Bengal

ISBN: 978-93-84721-34-3

Volume : IV, 2019-20

Published : February, 2021

Printed & Published in Collaboration with :
MAHA BODHI BOOK AGENCY
4A, Bankim Chatterjee Street
College Square, Kolkata-700 073
Phone : +9831529452, 9831077368
Email : mahabodhibookagency@hotmail.com

Price : ₹ 500.00

EDITORIAL BOARD

Chairperson :
Professor Chanchal Chaudhuri
Hon'ble Vice Chancellor, University of Gour Banga
Chief Editor :
Professor Chandan Bhattacharyya
Asst. Editor :
Dr. Mrinal Chandra Das
Members :
Professor Braja Kishore Swain (retd.)
Srijagannath Sanskrit Visvavidyalaya, Puri
Professor Sujata Purkayastha
Deptt. of Sanskrit, Gauhati University, Assam
Professor Biswanath Mukherjee (retd.)
Deptt. of Sanskrit, Burdwan University, W.B.
Professor Raghunath Ghosh (retd.)
Deptt. of Philosophy, North Bengal University, W.B.
Professor Rita Chattopadhyay (retd.)
Deptt. of Sanskrit, Jadavpur University, Kolkata
Professor Satyajit Layek
Deptt. of Sanskrit, Calcutta University, Kolkata
Professor Taraknath Adhikari
Deptt. of Sanskrit, Rabindra Bharati University, Kolkata
Professor Aruna Ranjan Mishra
Deptt. of Sanskrit, Pali & Prakrit, Santiniketan
Professor Parboti Chakraborty
Deptt. of Sanskrit, Rabindra Bharati University, Kolkata
Professor Mau Dasgupta
Deptt. of Sanskrit, Calcutta University, Kolkata
Professor Prasanta Kumar Mahala
Deptt. of Sanskrit, Raiganj University, W.B.
Dr. Subhrajit Sen
Dr. Husna Parvin
Shri Anindya Chaudhuri

CONTENT

অথর্ববেদঃ	ডঃ সত্যব্রত-পাহাড়ী	1
BHAKTI AS A RASA: RŪPA GOSVĀMI'S VIEW	Sujata Purkayastha	13
রবীন্দ্রভাবনায়াম্ উপনিষদ্	মৃদুলা-রায়	22
সংক্ষিপ্তসারস্য জৌমরবৃত্তৌ ভট্টিকাব্যস্থানাং কেষাঞ্চনাত্মনেপদ-প্রয়োগাণাং নিদর্শনপ্রসঙ্গঃ।	অরুণ-কুমার-মণ্ডলঃ	32
পাণিনি-তদিতরব্যাকরণেষু সম্প্রদানকারকবিচার: সমাজে তদুপযোগশ্চ	পার্বতী চক্রবর্তিনী	42
ব্যাকরণোদাহরণপরম্পরায়াং ভূমভট্ট:	ডাঁ. শশিভূষণমিশ্র:	49
তথ্যভাণ্ডারব্যবস্থাপনে অনুবন্ধানাম্ উপযোগ:	সুদীপ-মণ্ডল:	62
নিরুক্তশাস্ত্রে আদিত্যরশ্মিস্বরূপবিমর্শ :	রফিকুল-আলম:	67
পাণিনীয় ধাতুপাঠ ও ক্ষীরস্বামীকৃত ক্ষীরতরঙ্গিণীর তুলনাত্মক পর্যালোচনা	অনিন্দ্য চৌধুরী	71
THE VEDIC APPROACH TO PRESERVING ENVIRONMENT– WITH SPECIAL REFERENCE TO PAÑCAMAHĀYAJÑA	Supriya Pal	81
মহাকবি কালিদাসের কাব্যে পরিবেশ ভাবনা	রাহুল দেব বিশ্বাস	90
মানবজীবনের মূল্যবোধের নিরীখে মেঘদূত খণ্ডকাব্যের বিচার	অমৃতা দত্ত	95
SYMBOLIC WORSHIP IN THE LIGHT OF AITAREYA ĀRAṆYAKA	Sangeeta Mandal	102
ভামহ-দণ্ড্যাচার্যয়োর্নয়ে স্বভাবোক্ত্যতিশয়োক্ত্যলংকারয়ো: স্বরূপবিশ্লেষণম্	সঞ্জয়-ভট্টাচার্য্য:	111
শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণে বর্ণিত বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ের মত	শ্রীমতী স্নিগ্ধা দাস	118
মানবতাবাদ ঃ পবিত্র বেদ ও আল্ কুর'আনের আলোকে	আলমগীর মোহাম্মদ সেখ	125

অলংকারপ্রস্থানে রসের অবস্থান	অমিত দাস	135
অগ্নিপুরাণে পাণিনীয় শিক্ষার প্রভাব	অনুরিমা গুপ্তা	145
ভাসবর্জ্ঞের মতে প্রমেয় পদার্থের স্বরূপ ঃ একটি পর্যালোচনা	প্রশান্ত ঢালী	153
মুগ্ধবোধব্যাকরণ ও সুপদ্মব্যাকরণের আলোকে অচ্ সন্ধির সূত্রসমূহের একটি তুলনাত্মক সমীক্ষা	দীপাঞ্জন চক্রবর্ত্তী	159
'কুট্টনীমতম্' শীর্ষক কাব্যের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব পর্যালোচনা	জয়ন্ত শীল	165

মহাকবি কালিদাসের কাব্যে পরিবেশ ভাবনা

রাহুল দেব বিশ্বাস

বর্তমান রাষ্ট্র ব্যবস্থায় জীবন ধারণের অধিকার মানুষের মৌলিক অধিকার। এই জীবন ধারণের অধিকার বা বাঁচার অধিকার বলতে বোঝায় জীবনের গুণগত মানোন্নয়ন, যার জন্য একান্ত প্রয়োজন সুস্থ পরিবেশ। পরিবেশ সংরক্ষণের চিন্তন প্রাচীন ভারতবর্ষে তথা সংস্কৃত সাহিত্যেও ছিল। পরিবেশকে রক্ষা করা পরিবেশের জন্য খুবই প্রয়োজন। সে যুগে প্রকৃতির প্রতি মানুষের অকৃত্রিম ভালোবাসা ছিল। প্রকৃতির অমূল্য দানকে মানুষ আন্তরিকতার সঙ্গেই স্বীকৃতি দিয়েছেন।

বর্তমানে সমগ্র পৃথিবীতে 'পরিবেশ' সম্পর্কে আলোচনা এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পৃথিবীর সব দেশের স্কুল, কলেজে পরিবেশ একটি অন্যতম বিষয়। আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাতেও পরিবেশকে অন্যতম আবশ্যিক বিষয় হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানে পরিবেশ সংরক্ষণ প্রতিটি মানুষের কর্তব্য হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে।

পরি-বিশ্ + ঘঞ্ করে পরিবেশ শব্দ নিষ্পন্ন হয়। এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বেষ্টন বা পরিবৃতি যা বেষ্টন করে আছে, তাই পরিবেশ। আমাদের চারপাশের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকারী এবং প্রভাব বিস্তারকারী সকল সজীব ও জড় পদার্থকে একত্রে পরিবেশ বলা হয়। জীবন হল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ। আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম যাতে সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে পারে, তা আমাদের নৈতিকতার দায়িত্ব। এই দায়িত্বকে আমরা কেউ অস্বীকার করতে পারি না। আর এই জন্যই পরিবেশের প্রয়োজনীয়তা।

মহাকবি কালিদাসের কাব্য-'রঘুবংশ' ও 'কুমারসম্ভব'। গীতিকাব্য-'ঋতুসংহার' ও 'মেঘদূত'। কালিদাসের কাব্যে পরিবেশ ও মানুষ পরস্পর নিকটে এসেছে। প্রকৃতি-কবি কালিদাস লেখনী শক্তির মাধ্যমে পরিবেশকে গুরুত্ব দিয়েছেন। মানুষের সঙ্গে পরিবেশের যে নিবিড় সম্পর্ক তা কালিদাসের কাব্যে লক্ষ্য করা যায়।

কালিদাসের রচিত কাব্যগুলির মধ্যে রঘুবংশ শ্রেষ্ঠ অনেক তা মনে করেন। সূর্যবংশীয় রাজাদের চরিত্রের বর্ণনাই এই কাব্যের মূল বিষয়। এই কাব্যে পরিবেশ ভাবনা পরিস্ফুট হয়েছে।

গবেষক, সংস্কৃত বিভাগ, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। সহ অধ্যাপক, কালিনগর মহাবিদ্যালয়।

পঞ্চমহাভূতের বিশুদ্ধ চিত্র এঁকেছেন মহাকবি কালিদাস তাঁর কাব্যে। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ও ব্যোম বিশ্ব পরিবেশের উপাদান তা স্বয়ং মেনে নিয়েছেন। এই পঞ্চমহাভূতের উৎকর্ষেই উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল বিশ্বপ্রপঞ্চ—

'পঞ্চনামপি ভূতানামুকর্ষপুপূর্যুগুণাঃ
নবে তস্মিন্ মহীপালে সর্বং নবমিবাভবৎ'।[১]

রঘুবংশে জলের গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। মহারাজ দিলীপ জলের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। ঋষি বশিষ্ঠ যজ্ঞের অগ্নিতে যে ঘৃতাহুতি দেন তার জন্য বৃষ্টি হয়। এই জল পৃথিবীকে শষ্যশালিনী করে তোলে।

বায়ু জীবনের প্রয়োজনীয় উপাদান। মহারাজ দিলীপ ও সুদক্ষিণা যখন বশিষ্ঠের আশ্রমের পথে যাচ্ছিলেন, তখন অনুকুল শোভনীয় বাতাস তাঁদের সেবা করেছিল। সেই বাতাস ছিল পদ্মগন্ধ ও সুশীতল। দিলীপ ও সুদক্ষিণা সেই বাতাসে ঘ্রাণ গ্রহণ করতে করতে চলেছেন। মহারাজ দিলীপের ক্লান্তি দুর করেছিল এই বাতাস—

'তমাতপক্লান্তমনাতপত্রমাচারপূতং
পবনঃ সিষেবে'।[২]

মহারাজ দিলীপ নাতিশীতোষ্ণ নির্মল বাতাসের মতো ছিলেন, তিনি যথোচিত দণ্ড প্রয়োগ করতেন। তাই মহাকবি বলেছেন—

'স হি সর্বস্য লোকস্য যুক্তদণ্ডতয়া মনঃ
আদদে নাতিশীতোষ্ণোনভস্বানিব দক্ষিণঃ'।[৩]

রঘুবংশে পরিবেশের আর একটি উপাদান হল বৃক্ষ। এই বৃক্ষ্য রঘুবংশে স্থান পেয়েছে। মহারাজ দিলীপের দেহ শাল গাছের মত সমুন্নত—

'শালপ্রাংশুমহাভুজঃ'।[৪]

কুমারসম্ভবের প্রথম সর্গে হিমালয়ের এক অপূর্ব বর্ণনা পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের উত্তরে হিমালয়ে সে পৃথিবীর বিস্তর মানদণ্ড—

'অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবাত্মা
হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।
পূর্বাপরৌ....পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ'।।[৫]

কুমারসম্ভবে বৃক্ষের উল্লেখ রয়েছে। দ্বিতীয় সর্গে মহাকবি কালিদাস ব্রহ্মার উক্তির মাধ্যমে বলেছেন—

'বিষবৃক্ষোহপি সংবর্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রতম্'।[৬]

অর্থাৎ বিষবৃক্ষকে ছেদন করা অনুচিত। সুতরাং এই উক্তি উদ্ভিদ রক্ষার সহায়ক। পরিবেশের অন্য উপাদান হল পশুপাখি। কুমারসম্ভবে পশুপাখিদের বর্ণনা থেকে মনে হয় তারা প্রকৃতিতে স্বাধীনভাবে বিচরণ করত এবং তার ফলে প্রকৃতিতে ভারসাম্য স্বাভাবিকভাবেই রক্ষিত হত।

কুমারসম্ভবের অষ্টম সর্গে অস্তাচলগামী সূর্যের বর্ণনা পাওয়া যায়। এই বর্ণনাও যেন বাস্তব পরিবেশকে অনুসরণ করে। সূর্য অস্তাচলের পথে, প্রলয়কালে প্রজাপতি ব্রহ্মা জগৎ সংহরণ করেছেন—

'সংক্ষয়ে জগদিব প্রজেশ্বরঃ সংহরত্যহরসাবহর্পতিঃ'।[৭]

পশ্চিমদিকের প্রান্তে থাকা সরোবরে প্রতিফলিত হচ্ছে সূর্যের প্রতিবিম্ব। সূর্য যেন সরোবরে জলের ওপরে স্বর্ণময় সেতু রচনা করেছে—

'পশ্য, পশ্চিমদিগন্তলম্বিনা নির্মিতং মিতকথে বিবস্বতা।
দীঘয়া প্রতিময়া সরোহম্ভসাং তাপনীয়মিব সেতুবন্ধনম্'॥[৮]

ঋতুসংহার কাব্যে মহাকবির পূর্ণাঙ্গ কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। সংহার শব্দের অর্থ বর্ণনা। এই কাব্যে ছয়টি ঋতুর বর্ণনা পাওয়া যায়। প্রেমিক-প্রেমিকার মানসিক অবস্থার মনোরম চিত্র এই কাব্যে পাওয়া যায়। মহাকবির পরিবেশ ভাবনা সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে এই কাব্যে।

গ্রীষ্মের বর্ণনা দিয়ে 'ঋতু সংহার' কাব্যের শুরু হয়েছে। গ্রীষ্মে দাবানলের প্রবল উত্তাপে শস্য নষ্ট হয়ে গেছে। গাছের শুকনো পাতা বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে। জলাশয় শুকিয়ে গেছে। মালতী, বকুল, কদম প্রভৃতি পুষ্পের দ্বারা সুন্দরীদের শোভা কবি অপূর্বভাবে চিত্রিত করেছেন।

বর্ষা প্রাণীদের কাছে আরামদায়ক, প্রাণস্বরূপ, সকলের কামনা পূরণ করে। তাই কবি বলেছেন—

'জলদসময় এষ প্রাণিনাং প্রাণভূতো দিশতু তব হিতানি প্রায়শো বাঞ্ছিতানি'।[৯]

লোধ্রফুল, পক্ক শালিধান ও হিম প্রভৃতির দ্বারা হেমন্তের সূচনা হয়—

'নবপ্রবালোদ্‌গম শস্যরম্যঃ প্রফুল্ললোধ্রঃ পরিপক্কশালিঃ।
বিলীন পদ্মঃ প্রপতত্তুষারো হেমন্তকালঃ সমুপাগতোঽয়ম্।।[১০]

শীতকালে পরিণত হয় শালিধান, ক্রৌঞ্চপাখীর রব শোনা যায়—

'প্ররূঢ়শালাংশুচয়ৈর্মনোহরং ক্বচিত্ স্থিতক্রৌঞ্চনিনাদরাজিতম্'।[১১]

আম্র মুকুল, ভ্রমর, বৃক্ষে বৃক্ষে পুষ্প, পদ্মফুলের সুগন্ধি-এ সমস্ত নিয়ে বসন্তের সমাগম। দিন ও সন্ধ্যা অত্যন্ত মনোরম—

'দ্রুমাঃ সপুষ্পাঃ সলিলং সপদ্মং স্ত্রিয়ঃ সকামাঃ পবনঃ সুগন্ধিঃ।
সুখাঃ প্রদোষা দিবসাশ্চ রম্যাঃ সর্ব্বং প্রিয়ে! চারুতরং বসন্তে'।।[১২]

'মেঘদূত' কালিদাসের অপূর্ব গীতিকাব্য। এই গীতিকাব্যে বিরহী যক্ষ মেঘকে দূত করে তার

প্রিয়ার কাছে পাঠিয়েছে। আষাঢ়ের প্রথম দিনে যক্ষ পাহাড়ের কোলে একখণ্ড মেঘ দেখল। সেই মেঘ যেন হাতির মত বপ্রক্রীড়ায় রত—

'আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে মেঘমাশ্লিষ্টসানুং
বপ্রক্রীড়াপরিণতগজপ্রেক্ষণীয়ং দদর্শ।।[১৩]

যক্ষ বিরহ-কাতর হয়ে মেঘধকে দূত করে পাঠাতে উদ্যোগী হল কিন্তু সেই মেঘ যে ধূম, জ্যোতি, সলিল এবং মরুতের সমষ্টি জড় পদার্থ—একথা তার আয়ত্তে রইল না। কারণ কামার্তদের চেতন অচেতন ভেদজ্ঞান থাকে না—

'ধূমজ্যোতিঃ সলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ ক্ব মেঘঃ।
সন্দেশার্থাঃ ক্ব পটুকরণৈঃ প্রাণিভিঃ প্রাপনীয়াঃ।।
ইত্যৌৎসুক্যাদপরিগণয়ন্ গুহ্যকস্তং যযাচে।
কামার্তা হি প্রকৃতিকৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু।।[১৪]

এখানে মহাকবি কালিদাস যক্ষের বর্ষার মেঘকে দূতরূপে নির্বাচিত করার পিছনে পরিবেশের অবদান অবশ্যই আছে। মেঘ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় উড়ে যায়। মেঘের সৃষ্টি সম্বন্ধে কবি যে কারণ দেখিয়েছেন তা বিজ্ঞানসম্মত, মহাকবির মতে, ধূম, জ্যোতিঃ, জল ও বায়ুর সংমিশ্রণে মেঘের সৃষ্টি হয়। সূর্যের উত্তাপে জল বাষ্পীভূত হয় এবং সেই বাষ্প ধূমের সঙ্গে মিশে আকাশে বাতাসের সংস্পর্শে এসে মেঘের সৃষ্টি করে।

সুতরাং মেঘদূতের দুটি মূল বিষয়, এক—মেঘের অলকায় যাত্রাপথের বর্ণনা, দুই—যক্ষপত্নীর উদ্দেশ্যে যক্ষের বার্তা।

কালিদাসের কাব্যে আমরা উন্মুক্ত পরিবেশের সৌন্দর্যতা পেয়ে থাকি। পরিবেশের বিশুদ্ধতা সর্বত্র লক্ষ্য করা যায়। পরিবেশের মাধুর্য কালিদাসের কাব্যে পরিপূর্ণ মহিমায় প্রকাশিত হয়েছে। এই সু-সম্পর্কের বর্ণনার মাধ্যমেই প্রকৃতি কবি কালিদাস তার পরিবেশ সচেতনতার পরিচয় রেখেছেন।

অন্ত্যটীকা—

১. রঘুবংশ, ৪/১১
২. ঐ, ২/১৩
৩. ঐ, ৪/১৮
৪. ঐ, ১/১৩
৫. কুমারসম্ভব, ১/১
৬. ঐ, ২/৫৪
৭. ঐ, ৮/৩০

৮. ঐ, ৮/৩৪
৯. ঋতুসংহার, ২/২৮
১০. ঐ, ৪/১
১১. ঐ, ৫/১
১২. ঐ, ৬/২
১৩. মেঘদূত, পূর্ব/২
১৪. ঐ, পূর্ব/৫

গ্রন্থপঞ্জী :

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ৬এ, সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাতা-১৩।
২. বসু, রথীন্দ্রনারায়ণ, (২০০১) পরিবেশ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
৩. ভট্টাচার্য, ডঃ রবীন্দ্রনাথ, (২০১৫) পরিবেশ ভাবনায় সংস্কৃত সাহিত্য, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কোলকাতা-৬।
৪. ভট্টাচার্য, বিষ্ণুপদ, কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ, জিজ্ঞাসা ৩৩, কোল-৯।
৫. বিদ্যাভূষণ, পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ, কালিদাস গ্রন্থাবলী (প্রথম ভাগ), ২০১৫, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কোল-১২।
৬. চাকী, জ্যোতিভূষণ, কালিদাস সমগ্র, নবপত্র প্রকাশন, ৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোল-৭৩
৭. দাস, দেবকুমার, রঘুবংশ, শ্রীবলরাম প্রকাশনী, ১০১ বি, বিবেকানন্দ রোড, কোল-৬
৮. ঘোষ, বিদ্যুৎবরণ, (২০০৬), সংস্কৃত রচনায় প্রতিফলিত পরিবেশ সচেতনতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮, বিধান সরণী, কোল-৬।
৯. পাল, গৌতম, (২০০০) পরিবেশ ও দূষণ, দাশগুপ্ত অ্যান্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা।
১০. শাস্ত্রী, গৌরীনাথ, প্রধান উপদেষ্টা, (২০১৫) সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার (২য় খণ্ড), নবপত্র প্রকাশন, ৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোল-৭৩।
১১. শ, ডঃ রামেশ্বর (২০১৭), সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্য, সমাজচেতনা ও মূল্যায়ন, পুস্তক বিপণি, ২৭, বেনিয়াটোলা লেন, কোল-৯।
১২. প্রভুদয়ালু, অগ্নিহোত্রী, (১৯৯৮), মহাকবি কালিদাস (প্রথম খণ্ড), ইস্টর্ন বুক লিংকর্স, দিল্লী।
১৩. Devadhar, C.R., (1984) Works of Kalidasa (Volume-II), Motilal Banarsidass publishers private limited, Delhi.
১৪. Devadhar, C.R., (1985) Raghuvamsa of Kalidasa, Motilal Banarasidass publishers private limited, Delhi.